৫ এপ্রিল ২০২৩, বুধবার

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

সিসা দূষণ প্রতিরোধে খুলনায় জনসভায় শতাধিক মানুষের শপথ গ্রহণ

"সিসা দূষণ প্রতিরোধে, আমরা আছি একসাথে" এই প্রত্যয়ে শতাধিক মানুষ অংশ নিয়েছিলেন “সিসা দূষণের প্রভাব এবং প্রতিকার” বিষয়ক একটি সচেতনতামূলক জনসমাবেশে। ৫ এপ্রিল খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার, জলমা ইউনিয়নে অবস্থিত মহম্মদনগর এলাকায় এই জনসমাবেশটি যৌথভাবে আয়োজন করে আন্তর্জাতিক বেসরকারি উন্নয়নমূলক সংস্থা পিওর আর্থ ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ। জনসমাবেশটি খুলনা পরিবেশ অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, এবং জলমা ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়।

মহম্মদনগরের এলাকাবাসী ও জনপ্রতিনিধিদের পাশাপাশি আরও **উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি** মোঃ ইকবাল হোসেন, পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, খুলনা; ড. মোঃ মঞ্জুরুল মুর্শিদ, পরিচালক, খুলনা জেলা স্বাস্থ্য অফিস, ডিরেক্টরেট জেনারেল অব হেলথ সার্ভিসেস (ডিজিএইচএস); সুজাত আহমেদ, সিভিল সার্জন, খুলনা; মোঃ এনামুল হক, ওসি, লবনচরা থানা; এবং বাইতুল মিরাজ জামে মসজিদের ইমাম মওলানা নাজমুল হাসান। সমাবেশটির সভাপতিত্ব করেন ড. আবদুল্লাহ হারুন চৌধুরী, প্রফেসর ও ডিসিপ্লিন প্রধান, পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে **খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আতিকুল ইসলাম বলেন**, “সিসা ভারী ধাতু তাই এটি পরিষ্কার না করলে পরিবেশে আজীবন রয়ে যায়। তাই পিওর আর্থ ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে উদ্যোগ নিয়েছে খুলনার মহম্মদনগরে সিসা ব্যাটারি ভাঙার কারখানা থেকে যে সিসা দূষণ ছড়িয়ে পরেছে সেটি পরিষ্কার করার। আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সিসার কারণে বিকলাঙ্গ দেখতে চাই না।”

স্বাগত বক্তব্যে **পিওর আর্থের কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. মাহফুজার রহমান** বলেন, “খুলনাকে আমরা হেলদি সিটি হিসেবে দেখতে চাই তাই একে সিসা মুক্ত করা জরুরি। আমরা চাই কেউ যেন পিছিয়ে না থাকে, একটি শিশুর রক্তেও যেন সিসা না থাকে।”

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি **মোঃ ইকবাল হোসেন, পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, খুলনা** বলেন, “সিসা দূষণে বাংলাদেশ বিশ্ব চতুর্থ নম্বরে। এটি আমাদের জন্য খুবই আশঙ্কাজনক। আমরা মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে অনেকগুলো অনিরাপদ সিসা ব্যাটারি কারখানাগুলো উৎখাত করেছি। খুলনায় পিওর আর্থের সিসা মুক্ত প্রকল্পে পরিবেশ অধিদপ্তর সার্বিক সহায়তা দেবে।”

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি **ড. মোঃ মঞ্জুরুল মুর্শিদ, পরিচালক, খুলনা জেলা স্বাস্থ্য অফিস, ডিরেক্টরেট জেনারেল অব হেলথ সার্ভিসেস (ডিজিএইচএস)** বলেন, “সিসার দূষণের অনেক উৎস রয়েছে। সিসা যে ক্ষতি করে তা অপূরণীয়। এজন্য প্রতিরোধই একমাত্র উপায়।”

বিশেষ অতিথি **সুজাত আহমেদ, সিভিল সার্জন, খুলনা** বলেন, "সিসা দূষণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় শিশুরা কেননা তাদের মুখে হাত দেওয়ার অভ্যাসের কারণে সিসা বিষাক্ত ধাতু বিভিন্ন উৎস থেকে তাদের রক্তে প্রবেশ করে। সিসার উৎস ও ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।"

বিশেষ অতিথি **মোঃ এনামুল হক, ওসি, লবনচরা থানা** বলেন, "মহম্মদনগর এলাকার দূষিত মাটি পরিষ্কার করার পর মাটিগুলো নিরাপদ স্থানে ফেলতে হবে যাতে দূষণ না ছড়ায়। সিসা দূষণ প্রতিরোধে আমরা সকলকে সহযোগিতা করতে পাশে আছি।"

বিশেষ অতিথি **মওলানা নাজমুল হাসান, ইমাম, বাইতুল মিরাজ জামে মসজিদ** বলেন, "আমরা আজকে সিসা দূষণ বিষয়ে অনেক কিছু জানলাম যা আগে জানতাম না। আমি চেষ্টা করবো আজ যা জানলাম তা খুতবার সময় মুসল্লিদের বলবো এবং সচেতন করার চেষ্টা করবো। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। তাই আমাদের এলাকাকে সিসা দূষণমুক্ত রাখতে হবে।"

সমাপনী বক্তব্যে **অনুষ্ঠানের সভাপতি** খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ প্রধান **প্রফেসর ড. আবদুল্লাহ হারুন চৌধুরী বলেন**, "সিসা দূষণ প্রতিরোধে সচেতনতার কোন বিকল্প নেই। আমরা নিজেরা সচেতন হব এবং অন্যদেরকেও সচেতন করবো। সিসা মুক্ত বাংলাদেশ গড়া খুবই জরুরি কারণ তা শিশু ও গর্ভবতী নারীদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।"

পিওর আর্থ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশে ৩০০-এর অধিক সিসা দূষিত এলাকা চিহ্নিত করেছে। তেমনই একটি সিসা দূষিত অঞ্চল খুলনার মহম্মদনগর এলাকায় চিহ্নিত করা হয়েছে যেখানে খোলা জায়গায়, অনিরাপদে পুরাতন সিসা-অ্যাসিড ব্যাটারি ভাঙার কারখানা ছিল। সেই সিসা দূষিত এলাকাটিকে সিসা মুক্ত করতে একটি পরিষ্কার কার্যক্রম পিওর আর্থ এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় শুরু করতে যাচ্ছে 'প্রোটেক্টিং এভরি চাইল্ডস পটেনশিয়াল' প্রকল্পের আওতায়। সেই কার্যক্রমকে সামনে রেখেই এই সচেতনতামূলক জনসভার আয়োজন করা হয়।

দেড় ঘন্টাব্যাপী এই আয়োজনে সিসা দূষণ বিষয়ক একটি ভিডিও দেখানো হয়, অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সিসা দূষণের প্রভাব ও সমাধান বিষয়ক বিভিন্ন লিফলেট বিতরণ করা হয়। আয়োজনটি শেষ হয় সিসা দূষণ প্রতিরোধে সকলের শপথ গ্রহণের মাধ্যমে।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের প্রায় ৩ কোটি ৬০ লাখ শিশু সিসা দূষণের শিকার। সিসা দূষিত দেশ হিসেবে বিশ্বে চতুর্থ অবস্থানে আছে বাংলাদেশ। পুরাতন সিসা-অ্যাসিড ব্যাটারি রিসাইক্লিং কারখানা থেকে নির্গত সিসা-গলানোর ধোঁয়া সিসা দূষণের অন্যতম উৎস। পিওর আর্থ এ পর্যন্ত এরকম প্রায় ৩০০ দূষিত এবং অবৈধ সিসা-অ্যাসিড ব্যাটারি রিসাইক্লিং কারখানা চিহ্নিত করেছে টক্সিক সাইট আইডেন্টিফিকেশন প্রকল্পের মাধ্যমে।

আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

Mitali Das, Communications Lead**,** Pure Earth Bangladesh
Email: mitali@pureearth.org, Mobile: +8801751915746, Website: www.pureearth.org